সংবাদ

16 APR 2017

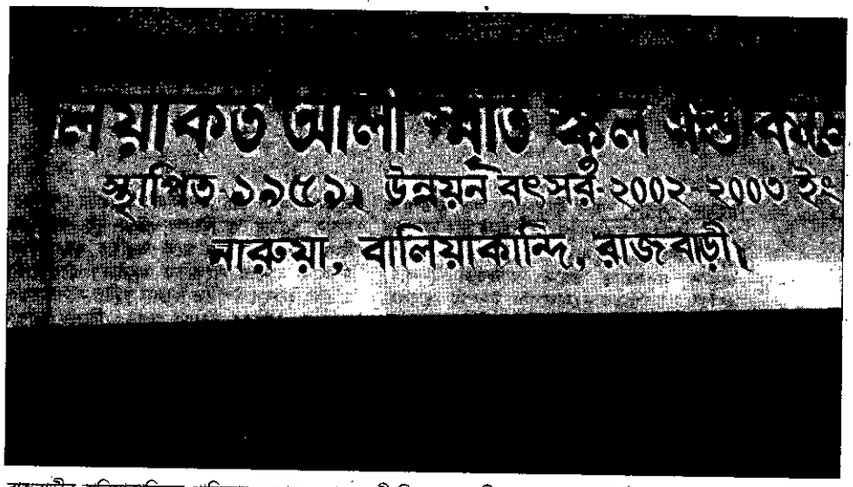

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের নামে প্রতিষ্ঠিত স্কুল এন্ড কলেজ -সংবাদ

স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও পাকস্তানি মন্ত্রীর নামে স্কুল!

সনজিৎ দাশ, বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী)

সংবাদ প্রকাশের পর অবশেষে স্বাধীনতার ৪৬ বছর পর পাকস্তানি মন্ত্রীর নামের স্কুলের নাম রয়ে গিয়েছে। এবার এই নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধুর নামে নামকরনের প্রস্তাবের রেজুলেশন করা হয়েছে ব্যবস্থাপ.না কমিটির সভায়। গত ২৫ মার্চ সংবাদ পত্রিকার স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও পাকিস্তানি মন্ত্রীর নামে স্কুল! শিরোনামে সংবাদ প্রকাশের পর স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে নাম পরিবর্তনের বিষয়টি গনদাবীতে পরিনত হয়। গত ১০ এপ্রিল স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় লিয়াকত আলী স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজ এর নাম পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজ এর নাম প্রস্তাব করে সংশ্লিষ্ঠ দপ্তরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে বলে জানালেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এ কে এম সিরাজুল হক। বর্তমান বালিয়াকান্দি উপজেলা শহর হতে সড়ক পথে সোজা ১০ কিঃ মিঃ পশ্চিমে নারুয়া বাজার। এর উত্তরে কালুখালী উপজেলা দক্ষিনে মাগুড়া জেলার শ্রীপুর উপজেলা। বাজার সংলগ্ন স্থাপিত ঐতিহ্যবাহী লিয়াকত আলী স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজ" এখনও পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী কায়েদে -মিল্লাত লিয়াকত আলী খানের নামেই চলছে। ১৯৩২ সালে এম. ই স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যে যাত্রা শুরু প্রতিষ্ঠানটির। ১৯৫০ সালে প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আওতায়ীর গুলিতে নিহত হবার পর ১৯৫১ সালে তার স্মৃতি রক্ষার্থে বিদ্যালটির নামকরন করা হয়। সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে বাঙ্গালীর পরম শত্রু পাকিস্তানী নেতার নাম। আর সেই নামের উপর পত পত করে উড়ছে লাল সবুজের পতাকা। দীর্ঘ ৬৬ বছরের পথচলা এ প্রতিষ্ঠানটিতে মুক্তিযোদ্ধা হতে শুরু করে বহু গুণীজনের জন্ম নিলেও স্বাধীনতার ৪৬ বছর পরও প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তনের কোন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়নি। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানীদের উপর রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাপিয়ে দেয়ার মূল নায়ক ছিলেন তিনি।

১৯৫০ সালে বাঙালিবিদ্বেষী প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আত্তায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার পর সারা পাকিস্তান ব্যাপী শোকের অংশ হিসেবে নারুয়া বাজারে বটতলায় এক শোক সভায় তার স্মৃতি রক্ষার্থে "লিয়াকত আলী মেমোরিয়াল হাই স্কুল" প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিক্ষানুরাগী উদ্যমী যুবকেরা হলো মোঃ ইসমাইল হোসেন বিশ্বাস, হাতেম পিএলএ, নকাতুল্লা, ডাঃ মাখন লাল রায়, কাজী নিয়ামত সেখ, মনসূর আলী মোল্যা, তাছের আলী খানসহ অনেকে। তারা পাটকিয়াবাড়ীতে প্রথম হতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলটি রেখে এ নামেই ১৯৫১ সালের জানুয়ারির প্রথমে নারুয়া মোঃ আমীর আলী মন্ডলের টিনের ঘরে ষষ্ঠ হতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান শুরু হয়। প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন মোঃ ইসমাইল হোসেন বিশ্বাস।প্রতিষ্ঠাতা সহকারী শিক্ষক হিসেবে গোপী নাথ সাহা, আব্দুল ওয়াজেদ শিকদার, আজিজুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম, প্রশান্ত কুমার সাহা, এ কে এম সামসুদ্দোহা দায়িত্ব পালন করেন। পরে এলাকার দানবীর বিল ধামু গ্রামের ফটিক মন্ডল ২.৮৫ একর জমির উপর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৩ সালে কলেজ শাখায় ভর্তির অনুমতি পায়। বর্তমানে " লিয়াকত আলী স্মৃতি স্কুল এন্ড কলেজ" নামে চলছে। স্কুল শাখায় ২ শিফটে ক্লাস চলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৯শ জন। কলেজ শাখায় ৬শ ছাত্র-ছাত্রী মিলে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১হাজার ৫শ জন । প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা রয়েছে ৬৭ জন। এ প্রতিষ্ঠান হতে শিক্ষা লাভ করে দেশ বিদেশে শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সচিবসহ বহু গুণীজন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। এদের মধ্যে সচিব মোঃ ফয়জুল্লাহ, প্রকৌশলী তোফাজ্জেল হোসেন, ডাঃ প্রশান্ত কুমার সাহা, অধ্যাপক মতিয়ার রহমান, ডাঃ আজিজুল ইসলাম, প্রকৌশলী মোতাহার হোসেন, প্রকৌশলী আবুল কাশেম, ডাঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, ডাঃ ফারুক হোসেন, ড. সাজ্জাদ হোসেন, মেজর সাইদ, যুগ্ম সচিব রেজাউল করিম সহ নাম না জানা অনেকে। এ প্রতিষ্ঠানের কারনেই আজ নারুয়া শিক্ষা নগরীতে পরিণত হয়েছে। এক বর্গকিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে ২টি প্রাইমারি স্কুল, একটি বালিকা বিদ্যালয় ১টি কলেজিয়েট স্কুল, একটি ডিগ্রি কলেজ। এ প্রতিষ্ঠানে ২০০৯ সাল হতে ২০১৬ সাল পর্যন্ত একাধারে রাজবাড়ী-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ জিল্লুল হাকিম পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি দায়িত্ব পালন করলেও অজ্ঞাত কারনে এ স্বাধীনতাবিরোধী খল নায়কের নাম বাদ দেয়ার কোন উদ্যোগ নেননি। অবশেষে এমপি মহোদয়ের নিকট গণদাবির প্রেক্ষিতে পাকমন্ত্রীর নামের বিষয়টি পরিবর্তনের আশ্বস্তের প্রেক্ষিতে বিদ্যালয়ের সভাপতি ইউএনও এইচ এম রকিব হায়দার নাম পরিবর্তনের বিষয়টি রেজুলেশনে আনেন।

এ ব্যাপারে বালিয়াকান্দি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার এ এ এম আব্দুল মতিন বলেন, সংবাদ পত্রিকায় খবরটি প্রকাশের পর এমপি মহোদয় সহ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর নামে নামকরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।